মানব জমিন

০৭ জুলাই ২০০৬

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

আবদুল খালেক ফারুক, কুড়িগ্রাম থেকে : যৌতুকের অভিশাপে জর্জরিত অসহায় যুবতীদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে 'অবলা বান্ধব'। রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার রফিকুল ইসলাম এই উদ্যোগের রূপকার। সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসায়ী, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষের মাসিক চাঁদায় গঠিত হয়েছে 'অবলা বান্ধব তহবিল'। এই তহবিল থেকে ইতোমধ্যে ১০টি এতিম-অনাথ যুবতীর বিয়ে দেয়া হয়েছে। তহবিলে

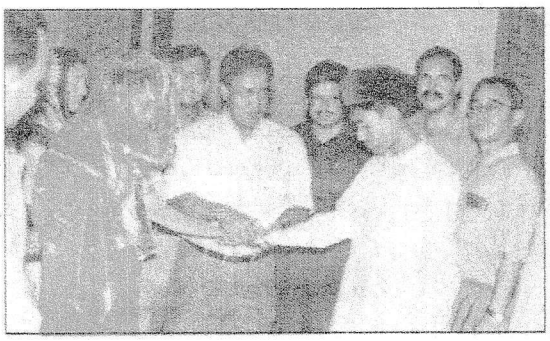

সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এখন ২ লাখ টাকা। এতিম ও অবলা যুবতীদের বিয়ে দেয়া ছাড়াও দুস্থ মহিলাদের জন্য 'সমবায় প্রকল্প' ও 'সেলাই প্রকল্প' দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২০০২ সালের জুন মাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই এলাকার যৌতুক সমস্যা সমাধানে সভা ডাকেন। আমন্ত্রণ জানান ইউপি চেয়ারম্যান, সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের। বেশ সাড়া পড়ে তাতে। উপস্থিত সকলে যে কোন উদ্যোগের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এরপর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ রফিকুল ইসলাম ঘোষণা করেন 'অবলা বান্ধব' কর্মসূচি। ঠিক হয়, উপজেলায় কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীরা মাসিক বেতনের সময় ২ থেকে ১০ টাকা দিবেন এই তহবিলে। এর পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী ফান্ডে সহায়তার সুযোগও থাকবে। দেখভালের জন্য গঠিত হয় একটি কমিটি। কমিটির সভাপতি পদাধিকার বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার।সংগৃহীত তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ১০ জন এতিম, অনাথ, অসহায় মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়েছে (জুন-২০০৩)। এসব বিয়ের অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মেছবাহ উল আলম, তার পত্নীসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এদের কেউ বর পক্ষে, কেউ কনে পক্ষের লোক হিসেবে বিয়েতে অংশ নেন। সম্প্রদান থেকে শুরু করে উপঢৌকন, আপ্যায়ন কোন কিছুরই কমতি থাকে না। সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয় উৎসবের আমেজ। নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনের সমৃদ্ধির স্বার্থে প্রতিটি দম্পতিকে ১টি গাভী ও ১টি সেলাই মেশিন দেয়া হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, বিয়ের ক্ষেত্রে এতিম, অনাথ, পিতৃহীন, অতিদরিদ্র যুবতিদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। 'অবলা বান্ধব' তহবিলের আর একটি কর্মসূচির নাম 'সেলাই কর্মসূচি। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে এখন। প্রথম ব্যাচে ১০ জন অসহায় কুমারী মেয়ে সেলাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। দ্বিতীয় ব্যাচের ১০ জন স্বামী পরিত্যক্তা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। উপজেলা পরিষদের হলরুমে ৩ মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিজনকে একটি সেলাই মেশিন ও টুলস দেয়া হচ্ছে। যাতে লব্ধ প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে প্রশিক্ষণার্থীরা। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নাস্তার জন্য জনপ্রতি সামান্য ভাতা দেয়া হয়। একজন ট্রেইনারের বেতন মাসে ৩ হাজার টাকা। সমবায় উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনের এক নতুন মডেল। 'অবলা বান্ধব তহবিলের' অন্তর্ভুক্ত এই কর্মসূচিটিও সাফল্যের বার্তা বয়ে এনেছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যে ঋণ দেয়, তাতে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের আশঙ্কা থাকে বেশি। এনজিওদের উচ্চহার আর সরকারি প্রতিষ্ঠানের তদারকির অভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিকল্প পন্থা উদ্ভাবন জরুরি হয়ে পড়েছে– এই ধারণা নিয়েই চলছে 'সমবায় উদ্যোগ'। ইউএনও জানান, রাজারহাটের বিভিন্ন গ্রামে ১৩টি সমিতির প্রতিটিকে ৬ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ৮। ধান সিদ্ধের জন্য সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে বিনামূল্যে। ফলে মূল পুঁজি নষ্ট না করে সমবায় ভিত্তিতে তারা উপার্জন করছে। ১৩টি সমিতির ৭/৮টি ভালই সাফল্য দেখিয়েছে। অবলা বান্ধবের এই সমবায় পদ্ধতি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।